শব্দার্থ ও টীকা

20

কালাপাহাড়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

20.1 প্রস্তাবনা

হাল-বলদের সঙ্গে বাংলার চাষিদের যোগসূত্র চিরকালের। বাংলার চাষি চাষ ছাড়া অন্য জীবিকায় তেমন পোক্ত নয়। আর চাষ করতে প্রথম দরকার মাটির, তারপর হালের। আর এর পরেই দরকার বলদের। বলদ ও মোষ ছাড়া হাল টানবে কে? আবার ফসল ফলালেই চলে না। তাকে করতে হবে খামারজাত। সেজন্য লাগে একটা গাড়ি আর একজোড়া বলদ ; কখনও বা একজোড়া মোষ। কৃষিপ্রধান এ রাজ্যে তাই বলদ চাষির পরিবারের একজন। সে যেমন প্রাণান্ত খেটে জলে-কাদায় মাটি চষে তেমনি চাষি আর তার বউ বা বাড়ির লোক তাকে সযত্নে স্নান করায়, সাঁঝবেলা সাঁজাল দিয়ে মশা-মাছি তাড়ায়। এটা করতে করতে চাষি ও তার পরিবার ভুলে যায় যে বলদ বা মোষ এক জন্তু বিশেষ। তারা তাদের মনের মতো নামকরণ করে। সুখে- দুঃখে তাদের সঙ্গে আপনজন ভেবে ঘরের কথা বলে। এমনিভাবে চলতে চলতে বলদের পশুত্ব যায় ঘুচে, সে হয়ে ওঠে পরিবারের সাথি ও আপনজন।

সাঁজাল = মশা তাড়াবার ধোঁয়া।

তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' পল্লিবাংলার খেত-খামারের এক চিরন্তনী গল্প। পশুদের প্রতি প্রেম এখানে খুবই আন্তরিক ও সজীব ভাষায় প্রকাশিত। এ যুগে মানুষ যখন টাকা-পয়সা, ধনদৌলতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, পরিবেশ ও পরিবেশের চারদিকে যে সব প্রাণীরা আমাদের নিত্যসঙ্গী তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করছে তখন এ গল্প পড়ে জীবজন্তুর প্রতি মমতা দেখানোর গুরুত্ব বাড়বে।

শুধু তাই নয়, মানুষের সঙ্গে পশুর বা পশুতে পশুতে নির্বাক ভালোবাসার যে ছবি লেখক এ গল্পে তুলে ধরেছেন তা সকলের বুক ছুঁয়ে যায়।

এ যুগের মানুষের ভেতর অনেকক্ষেত্রেই মানবিক গুণের অভাব দেখা যায়—পশুদের এই নীরব প্রেম সেখানেও কিছু ভালোবাসার ছোঁওয়া এনে দিতে পারে।

20.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়ার পর আপনারা—

- জানতে পারবেন যে কৃষি প্রধান এ রাজ্যে বলদ বা মোষ চাষি পরিবারেরই একজন;

- পশুর সঙ্গে পশুর সম্পর্কের কথা জানতে পারবেন;
- মানুষের প্রতি নির্বাক পশুর নীরব প্রেমের কথাও জানতে পারবেন।

20.3 মূল পাঠ

(1)

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই, বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, শান্ত না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মতো ভুলিতেও চায় না।

মিষ্টান্ন = মিষ্টিজাত খাদ্যবস্তু।
বিপত্তিকর = বিপদের।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে, যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মনে কর তাই কর গে যাও, দুটো হাতি কিনে আন গে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে।

কল্পিত = মনগড়া।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, হাতি—হাতি। বলি ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল, গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতি কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মতো ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা লম্বা শিষ। চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হ্যাঁ রে মুখ্যু, ভালো গোরু না হলে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

শ্লেষপূর্ণ = ব্যঙ্গাত্মক।

নেকাপড়া = পঠনপাঠন।
মুখ্যু = অজ্ঞ।

রংলাল ধরিয়াছে, এবার সে গোরু কিনিবে। এই গোরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েক দিন হইতেই কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণির। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম ; বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মতো—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ। তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিং, সাপের মতো লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মতো গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। গোরুর গলায় যে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায় ; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা, কেষ্টর জীব!

মতদ্বৈধহেতু = মত বিরোধের জন্য।
জোতজমাও = জায়গা-জমি।
অপরিসীম = সীমাহীন।
কার্পণ্য = কৃপণতা।

চাকলার = অঞ্চলের।

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর

অসচ্ছল = টানাটানি, অভাবী।
কেষ্ট = কৃষ্ণ।
অজন্মার = ফসল না ফলার।

শব্দার্থ ও টীকা

গতবার ধানও মন্দ হয় নাই ; এইজন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গোরু তাহার চাই-ই। এক জোড়া গোরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গোরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোন মতে বলা চলে না ; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গোরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি ; আর এবারও যদি ধান ভালো হয়, তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রংলাল জানে না, তবে গোরু তাহার চাই-ই। অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গোরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক শত টাকা, বাকি এক শত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? তুমি গোরু কিনে আন না। কিনে আনলে তো কিছু বলতে লারবে!

যোগাড় = সংগ্রহ।

লারবে = পারবেনা।

রংলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তার পর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?

যশোদার মা বলিল, এ গোরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গোরু কেনো তুমি। ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায়?

সে আপনার গহনা কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উচ্ছ্বসিত = উৎফুল্ল।

(2)

যাক, রংলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু-মহিষের হাটে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মতো দুইটি গোরু সে সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মতো সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি।

পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ! এ যে—! ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা!

হাজার হাজার না হইলেও গোরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গোরু-মহিষের চীৎকারে, মানুষের কলরবে—সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে একফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গোরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলা চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মতো—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্চা! আরবী ঘোড়া!

চকিত দৃষ্টি = ভয় পাওয়া নজর।

রংলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপনার মনের মতো সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয়, যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ঐ দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ারগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মতো। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাৎ কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতকগুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা

অবিশ্রান্ত = অবিরাম, এক নাগাড়ে।

থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানে কি আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে!

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত, না হয় টুকচা রক্ত পড়ত, আর কি হত?

রংলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত, আর কি হত?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও।

রংলালকে ভালো করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কি, লাঠির প্রান্তে যে সূচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই।

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল, সূচের অগ্রভাগই বটে—একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় সূচ বসাইয়া রাখে, ঐ সূচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কি, কিনবে কি কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই! বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

শব্দার্থ ও টীকা

থকথক = ঘন তরল।

আস্ফালিত = এখানে উদ্যত।

টুকচা = একটু।

(3)

চারিপাশেই মহিষের মেলা; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গোরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনো দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট ; দেখি, আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্ততে নিয়ে কি করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ।

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই

হৃষ্টপুষ্ট = মোটাসোটা।

তাড়না = আঘাত।

বিপুলকায় = বিশাল আকৃতির।

রোমন্থন = জাবর কাটা, চর্বিত চর্বন।

জানোয়ার জব্দ। এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষ-জোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ঐ খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে। কি কালো রঙ! নিকষের মতো কালো। শিং দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে, পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ঐ জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রংলাল ঐ মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ঐ টাকাতেই তাহার হইল ; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিন আবদ্ধ হইয়া আছে, সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর সম্বল নাই, তখন এক শত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়াজানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালকে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্যের মতো উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কি বলিবে? মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে, সে কথা কেহ জানে? রংলালের মনে হইল, মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টি সাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই একজোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু এক জোড়া বলদ কিনিয়াছে। সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভালো নয় বাপু! বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?

হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি?

হ্যাঁ।

আর এমন ক'রে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। যশোদার মা ঝংকার দিয়া উঠিল।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রশংসমান = সপ্রশংস
পঙ্ক = কাদা।
স্বচ্ছন্দে = সাবলীলভাবে।
নিকষ = কালো পাথর।
আবদ্ধ = বন্দি।
বাহার = শোভা।

বিস্ফারিত = প্রসারিত।
নিরীক্ষণ = মনোযোগের সহিত দেখা।
উদর = পেট।
উদরসাৎ = খেয়ে ফেলা।

লক্ষ্মী = সম্পদের দেবী।
নীরন্ধ্র = নিশ্ছিদ্র।
আস্তরণ = ঢাকনা।
ঝাঁপিখানি = ঢাকনা।
সোঁদা সোঁদা = ভিজে ভিজে।

শব্দার্থ ও টীকা

আহা-হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল! লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও—চল, দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো।

(4)

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় ক-গোছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট। এক-একটির কুম্ভকর্ণের মতো খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যুগিও = যোগান দিও।

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ংকর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

তির্যক = বাঁকা।
রক্তাভ = লালচে।

রংলার বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে। ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা!

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল, অ্যাই খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে—বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ্।

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মতো চেহারা!

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়। আর এইটার কী নাম হবে বল দেখি?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর এইটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে।

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে, তাহা নয় ; এটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখো। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো

শব্দার্থ ও টীকা

তুমি?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ঐ আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে ; কখনো কখনো বা ছুটিতে আরম্ভ করে। রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন?

রংলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি নাকি? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

আগুন লাগুক = খুব খিদে পাক।
বেলাত = বিলাত (এখানে দূরত্ব বোঝাতে)।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনো বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে ; রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

আকণ্ঠ = গলা পর্যন্ত।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে ; রংলাল হাসে।

অবলীলা-ক্রমে = সাবলীলভাবে।
উন্মুক্ত = খোলা।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কি মনান্তর যে ঘটে ;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মতো সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন আপন শিং উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকেই পিটিতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে, তারপর পৃথক ভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবি—তবে তো!

মনান্তর = মনের অমিল।
যুধ্যমান = লড়াই করছে এমন।
অবলীলাক্রমে = অনায়াসে।

(5)

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মতো গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র, লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল আঁ—আঁ—আঁ!

গুল্মা-চ্ছাদনের = লতাপাতায় ঢাকা।

লোলুপতায় = লোভে।

সংকীর্ণ = সরু।
ইতস্তত = দ্বিধা।
হামাগুড়ি = হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে চলা।

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁ—আঁ—আঁ।

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনো দেখে নাই। তাহারা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার এক দিকে কালাপাহাড়, অন্য দিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়াই অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিং লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উদ্যত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিং দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিং বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণাকাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দু-একটা অতিক্ষীণ আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে। চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মতো কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

(6)

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রংলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর-হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল—দেড় শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিং বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হলে, হ্যাঁ।

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব! কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে!

শব্দার্থ ও টীকা

চকিত = সজাগ।

অসহিষ্ণু = অধীর।

শৃঙ্গাঘাতে = শিং-এর ঘায়ে।

তীক্ষ্ণ = শানিত।

আক্রোশে = ভীষণ রাগে।

জ্ঞানশূন্যের = পাগলের মতো।

স্পন্দিত = ধ্বনিত।

সমকক্ষ = জুড়ি।

ক্রুদ্ধ = রাগান্বিত।

জাব = গোখাদ্যের জন্য, কুচানো খড়, বিচালি ইত্যাদি

মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু।

তা বটে! রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠ ওঠ, চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মশায়, শিগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে!

রংলাল আসিয়া দেখিল, রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মতো পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই ; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না ; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল্ দেখি—দেখি!

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল। রংলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রংলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে,—আঁ—আঁ—আঁ!

সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ঐ নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গোরুর বাছুরকে সে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মতো সে তাহাদের পেটতলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার

শব্দার্থ ও টীকা

পুলকিত = আনন্দিত।

ফেলালছে = ফেলেছে।

অতিরঞ্জিত = বাড়িয়ে বলা।

নির্মমভাবে = নিষ্ঠুরভাবে।
নবাগত = নতুন এসেছে যে।
আয়ত্তাধীন = নিয়ন্ত্রণে।

উত্তরোত্তর = ক্রমশ।
লারব = পারব না।

অহরহ = দিনরাত।

ডাবা = মাটির গামলা।

শব্দার্থ ও টীকা

মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিং দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল, যাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায়?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

(7)

আঁ—আঁ—আঁ!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ—আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়। কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

খুঁট = ক্ষুর মাটিতে গেঁথে শক্ত হয়ে থাকা।

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধ কোশ ছুটে পালাই, তবে রক্ষে। তখন উ আপনার ফিরল, একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

রটাইয়াছে = প্রচারিত হয়েছে।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ঐ পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে শহরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও-হাটে বড় যায় না।

প্রায়শ্চিত্ত = পাপ খণ্ডন, কুকাজের অপরাধ থেকে মুক্তি।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়াজানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতেও পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল! মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা! এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার

শব্দার্থ ও টীকা

কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালোই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মতো চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ—এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

ছিনাইয়া = ছিঁড়ে ফেলে।

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিং দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল।

লাঠিবর্ষণ = লাঠির ঘা।
অগ্রাহ্য = অস্বীকার।

কিন্তু এ কি! এসব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা! ওটা কি?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ-হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ?

ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

মনশ্চক্ষে = অন্ত:র্দৃষ্টিতে, কল্পনায়।
তারস্বরে = চেঁচিয়ে।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে, আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ! কিন্তু এ কি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায়, কত দূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ ! সেই অপরিচিত জানোয়ার ! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে—পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভল্‌বারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কন্‌স্টেব্‌লকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।

শব্দার্থ ও টীকা

বিক্রমে = বীরত্বে।
নিদারুণ = খুব।

ডোমলোগকো = জীবিকার জন্য যারা মৃতের সৎকার করে তাদের।
বোলাও = ডাকো।

20.4 বিষয়ের রূপরেখা

20.4.1 সংসারে অবুঝকে ..... রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বক্তব্যসার:

রংলাল বেশ বড়ো চাষি। তার জমিও অনেক আর জমিগুলিও খুব ভালো, একেবারে প্রথম শ্রেণির। তার গোরু কেনার প্রয়োজন। গোরু যে তার নেই তা নয়, তবে আরও ভালো গোরু তার দরকার। সে গোরুর বয়স হবে কাঁচা, শিং দুটো সুগঠিত, সাপের মতো লেজ আর থাকবে বাহারে রং। শুধু কী তাই ! এরকম আরও অনেক গুণ থাকা চাই। যাতে ওই এলাকায় অন্য কোনও চাষির সে রকম গোরু না থাকে—এটাই হল রংলালের ইচ্ছে।

রংলালের এই ইচ্ছে নিয়েই ছেলে যশোদানন্দনের সঙ্গে তার বিরোধ। কদিন ধরেই বাপ-ব্যাটায় চলছিল কথা কাটাকাটি। গত কয়েক বছর অজন্মা ছিল তার ওপর ছিল ছেলে যশোদার লেখাপড়ার খরচ। তাই রংলাল নতুন করে গোরু কেনার কথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু ছেলেতো এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেছে, তাছাড়া গত বছর ফসল হয়েছে ভালো। তাই রংলাল চায় এখনই গোরু কিনতে।

ছেলের সঙ্গে বাপের কথা কাটাকাটি গোরু কেনার সময়টা নিয়েই। ছেলে চায় সে চাকরি- বাকরি একটা পেলে সংসারে কিছু পয়সা আসবে তার ওপর আগামী বছর যদি ফসল ভালো হয় গোরু কেনার খরচটা এসে যাবে। কিনতে গেলে দুশো টাকার কমতো হবেই না, ওই টাকাটা এখন তার বাবা কোথায় পাবে।

যশোদা যে-যুক্তিই দেখাক, রংলাল সে সবে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার নতুন গোরু কিনতেই হবে—যে করেই হোক। বাবার জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত ছেলেকে মাথা নোয়াতেই হল।

রংলালের স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় গোরু কেনার একটা ব্যবস্থা হল। পুরোনো গোরু দুটো বেচে দেবার কথা বলে সে ; শুধু তাই নয়, নিজের গহনা কখনও বন্ধক দিতে রংলালের হাতে তুলে দিয়ে বলে, ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায় ? স্বাভাবিক কারণেই রংলাল খুশি হয়ে ওঠে।

মন্তব্য:

রংলালের জমি-অন্ত প্রাণ। চাষের ওপর তার যত্ন। ভালো ফসল ফলাবার জন্য তার পরিশ্রম আর চিন্তাভাবনার শেষ নেই। এ জন্যই তার নতুন গোরু কেনা জরুরি।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 20.1

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) দুটো হাতি কিনে আন গে—কথাটি কে বলেছে?

অ. রংলাল আ. রংলালের স্ত্রী ই. রংলালের ছেলে

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর, কাঁচা _____, বাহারে _____, সুগঠিত _____, সাপের মতো _____।

3. দুটি শব্দে উত্তর দিন:

সে আপনার গহনা কয়েকখানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। সে কে?

4. উত্তর দিন:

(ক) চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনি মুখ্যুই হয় কিনা ঃ—এই কথাটি রংলাল তার ছেলেকে কেন বলেছিল?

(খ) রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—রংলাল আনন্দে কেন উচ্ছ্বসিত হল?

20.4.2 যাক্ রংলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া ..... আসিয়া উঠিল বাগানে।

বক্তব্যসার:

রংলাল খুশি, গোরু কেনার প্রয়োজনীয় টাকা তার যোগাড় হয়ে গেছে। তাই এবার সে হাটে চলল—পাঁচুন্দির হাটে। ওই হাট থেকেই সে কিনবে মনের মতো দুটো গোরু। পাঁচুন্দির হাটের ওই বিশাল প্রান্তরে পশু ও মানুষের যেন মেলা বসে গেছে। খোলা আকাশ, মাথার ওপর সূর্য—একফোঁটা ছায়া কোথাও নেই। পশুর ডাকে আর মানুষের চেঁচামেচিতে সেকি অদ্ভুত কোলাহল চারদিকে। গোরুগুলি ভয় পাওয়া চোখে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পাইকাররা খদ্দের ধরার জন্য ফেরিওয়ালার মতো চেঁচাচ্ছে। পশুদের দিকে তাকিয়ে কোনওটাকে 'বাঘের বাচ্চা' আবার কোনওটাকে 'আরবী ঘোড়া' বলে চীৎকার করছে।

অন্যদিকটায় গোলমাল আরও বেশি। রংলাল সে দিকটাতেই চলল—সেদিকে ছিল মোষের বাজার। কচি বাচ্চা থেকে বুড়ো মোষ—সবই এসেছে বিক্রির জন্য। পাইকাররা অমানবিক আচরণ করছে তাদের সঙ্গে। বড়ো বড়ো বাঁশের লাঠি দিয়ে পশুগুলিকে পেটাচ্ছে—আর তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছুটছে এদিক ওদিক। ছুটতে ছুটতে কেউবা পড়েছে পুকুরের জলে। এবার রংলাল দেখল পাইকারদের পাশবিক নিষ্ঠুরতা। তাদের লাঠির মাথায় দু-তিনটি করে সূচ ফোটানো। ওই সূচের খোঁচা খেয়েই মহিষগুলো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়ায়। কারও গায়ের চামড়া উঠে গেছে, শরীরে দেখা যাচ্ছে লাল দগদগে ঘা। পাইকারদের ওই বীভৎস নিষ্ঠুরতা দেখে রংলালের গোটা শরীরটা শিউরে ওঠে।

মন্তব্য:

শব্দার্থ ও টীকা

জানোয়ারদের প্রতি পাইকারদের কোনও মমতা নেই, নেই কোনো ভালোবাসা। খদ্দের টানার জন্য তাদের ওপর জঘন্য অত্যাচার করে দৌড় করায়। অন্যদিকে রংলাল প্রকৃত চাষি, পশুদের প্রতি তার যথেষ্ট স্নেহ ভালোবাসা আছে। তাই ওদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারে তার প্রাণ কাঁদে। ব্যথায় তার বুক টনটন করে। লেখক খুব স্বল্প পরিসরে রংলালের চরিত্রকে যথার্থ মানবিক করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রংলাল গোরু কিনতে কোন্ হাটে গিয়েছিল?
(অ) পাঁচুন্দির হাটে (আ) রথতলার হাটে (ই) চড়কতলার হাটে।

(খ) রংলাল যখন হাটে গেল সূর্য তখন—
(অ) মেঘে ঢাকা (আ). মধ্যাকাশে (ই) অস্ত গেছে।

(গ) হাটের ভেতর পুকুরটা ছিল—
(অ) নারকেল গাছ-ঘেরা (আ) তালগাছ-ঘেরা (ই) আমগাছ-ঘেরা।

2. 'উ আর দেখে কাজ নাই'—কে বলেছে?
(অ) রংলালের ছেলে যশোদানন্দন
(আ) পাঁচুন্দির হাটের এক পাইকার
(ই) পাঁচুন্দির হাটের এক ক্রেতা।

3. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ
(ক) হয় দুধের মতো _____ নয় দধিমুখো _____।
(খ) মনে হয়, যেন _____ বাধিয়াছে।
(গ) রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে _____ গেল।

4. একটি বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) 'সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে'—কোলাহলটা অদ্ভুত কেন?

(খ) 'একটা শোনা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল'—কথাটি মনে পড়ায় রংলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কেন তা অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

(গ) 'রংলাল অবাক হইয়া গেল'—রংলাল অবাক হল কেন?

20.4.3 চারিপাশেই মহিষের মেলা ..... চল, দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও।

বক্তব্যসার:

বাগানের শেষ দিকে এসে রংলাল একেবারে থমকে গেল। এত প্রকাণ্ড চেহারার মোষ সে দেখেনি কখনো। এতো বড়ো চেহারার মোষ কেনবার লোক কোথায়। পাইকারটি উত্তরে জানায়—রাজা এবং জমিদাররাই এ মোষ কিনবে আর কিনবে লক্ষ্মীর সন্ধানে আছে যারা অর্থাৎ লক্ষ্মী নেই যাদের ঘরে তারাই কিনবে এদের।

শব্দার্থ ও টীকা

কোনো গেরস্তের পক্ষে এ মোষ কেনা অসম্ভব কারণ এর হালের মুঠো ধরবার লোক পাওয়া যাবে না।

রংলাল এবার ভাবতে শুরু করে। মোষের দিকে প্রশংসার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। কী নিকষ কালো রং মোষ দুটোর। শিং দুটোর কী বাহার। দুটো মোষই যেন এক ছাঁচে ঢালা—যেন যমজ শিশু।

একশ আটানব্বই টাকা দিয়ে মোষ দুটো কিনে নিল। মনটা এখন খুশিতে ভরা। কল্পনায় দেখছে—এবার দেশবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে তার মোষ দুটোকে দেখবে আর প্রশংসা করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার স্ত্রী আর ছেলের কথা মনে পড়ল। বিশেষ করে তার লেখাপড়া জানা ছেলে যশোদাকেই তার ভয় বেশি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রংলাল বাড়ির পথে এগিয়ে যায়। আবার অন্যকথাও জাগে তার মনে। তার বাড়ি, তার জমি, চাষ করতে হয় তাকে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকেই ফসল ফলাতে হয়—সুতরাং সে কেন ভাববে এত কথা। কাকে সে ভয় পাবে—মনটা তখন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বাড়িতে এসে সে স্ত্রী ও ছেলেকে মোষ কেনার কথা জানায়। মোষ দেখে ওরা অবাক! মোষ দুটিকে জল, তেল, সিঁদুর, হলুদ দিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢোকাবার কথা স্ত্রীকে জানায় রংলাল। আগামী মরশুমে ভাল ফসল পাবার আশায় নতুন বলদ বা মোষকে চাষি পরিবারে এই ভাবে বরণ করে নেয় বাড়ির গিন্নী।

মন্তব্য:

রংলাল চরিত্রটি যথার্থ বাস্তব। চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু দৃঢ়চেতা সে। মোষ দুটোর বাহারে চেহারা দেখে অনেকে বিস্মিত হবে—এ কথা ভেবে সে যেমন পুলকিত—তেমনি বউ ছেলের মনোভাব অনুমান করেও সে ভীত। আবার চাষের কথা ভেবে সেই মুহূর্তেই সে কঠিন বাস্তবের সামনে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না। লেখক রংলাল চরিত্রটি খুবই জীবন্ত করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.3

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রংলাল মোষ দুটি কিনল—

(অ) একশ টাকায় (আ) একশ আটানব্বুই টাকায় (ই) একশ আশি টাকায়

(খ) সবচেয়ে বাহার বেশি—কীসের?

(অ) শিং দুটির (আ) চোখ দুটির (ই) কান দুটির

2. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) এ মোষ কে _____ বাবা?

(খ) লেখাপড়া জানা _____ তাহার বড়ো ভয়।

(গ) এত প্রকাণ্ড _____ মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই।

3. মোষ দুটো কিনে বাড়ির কাছাকাছি এসে রংলালের মনের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল কেন?

4. রংলাল স্ত্রীকে জল, তেল, সিঁদুর, হলুদ নিদয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢোকাতে বলল কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

20.4.4 দেখিয়া শুনিয়া যশোদার ..... সে গরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

বক্তব্যসার:

যশোদা কিন্তু বাবাকে কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না। মোষ দুটোর যেরকম চেহারা তাতে ওদের জন্য খাবার জোটাতে হিমশিম খেতে হবে তার বাবাকে।

আর তার মা অবাক হয়ে দেখছিল মোষ দুটো। ওরা ভয়ংকর হলেও সুন্দর একটা রূপ আছে। কালো চোখের নীচে রয়েছে লালচে সাদা অংশ—কী সুন্দর দৃষ্টি।

মোষ দুটো তখন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। কিছু কী বলতে চাইছে? রংলাল তখন স্নেহের সুরে মোষ দুটোকে শাসন করে। ওদের কাছে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে রংলাল সাবধান করে তাদের—'খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে—বাড়ির গিন্নী চিনে রাখ।'—বোবা পশুর প্রতি রংলালের অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসার পরিচয়, তাদের একান্ত আপনজন বলে গ্রহণ করার এ দৃষ্টান্ত রংলালের চরিত্রকেই যথার্থ মানবিক করে তুলেছে।

যশোদার মার কিন্তু সংশয় গেল না—অত বড়ো চেহারার পশু দুটোকে দেখে কাছে এসে তাদের তেল সিঁদুর দিয়ে বরণ করে নিতে সংকোচ প্রকাশ করছে। কিন্তু চেহারা দুটোর তারিফ করতে সে দ্বিধা করেনি। বেশি মোটা জানোয়ারটির নাম রেখেছে সে কালাপাহাড় আর অন্যটির নামকরণ করল কুম্ভকর্ণ বলে।

রংলাল বুঝেছে সাময়িক ভীতি থাকলেও মোষ দুটো দেখে যশোদার মা খুশি হয়েছে কিন্তু যশোদার মুখের গোমড়াভাব যায়নি এখনও।

মন্তব্য:

অপরের মন জয় করতে পারা মানুষের চরিত্রের অন্যতম গুণ। রংলাল চরিত্রে এ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। মোষ কেনায় যশোদার মার ছিল প্রবল আপত্তি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই মোষ দুটোকে দেখে সে কেবল খুশিই হয়নি, তাদের যথার্থ নামকরণও করেছে। পশু দুটোর উদ্দেশ্যে রংলালের উক্তিতেও লেখক যথার্থই রংলালকে একজন দরদি পশুপ্রেমী হিসাবে চিত্রিত করতে চাইছেন। কৃষক রমণী যশোদার মার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক নিবিড়। দুটো তাগড়া মোষ দেখে সে খুব খুশি হয়ে একজনের নাম কালাপাহাড় আর অন্যটিকে কুম্ভকর্ণ বলে চিহ্নিত করে। গল্পটি কালাপাহাড়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। হালের মোষই গাঁয়ের কৃষকদের জীবন জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই লেখক এ গল্পের নাম কালাপাহাড় দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.4

1. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ গ্রহণ করে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

হোক _____, তবুও একটা রূপ আছে যাহার _____ মানুষকে চাহিয়া _____ হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া _____ ভঙ্গীতে সকলকে _____ দেখিতেছিল।

শব্দার্থ ও টীকা

2. প্রতিটি বাক্যে একটি ভুল শব্দ আছে, ঠিক শব্দটি লিখুন ঃ

(ক) এক একটির কালাপাহাড়ের মতো খোরাক চাই।

(খ) রংলাল বলিল, দাও গায়ে জল দাও।

(গ) ভীষণ রূপের যথাযথ দৃষ্টি।

3. একটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

(ক) যুগিও কোথা হতে যোগাবে—এখানে এমন আশঙ্কা প্রকাশ কেন করা হয়েছে?

(খ) অ্যাই খবরদার!—মা হয় তোদের.....কেন এমনভাবে পরিচয় করালেন?

(গ) ও আমি পারব না—বক্তা কেন পারবেন না?

20.4.5 রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে ..... মিলে মিশে থাকবি—তবে তো!

বক্তব্যসার:

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়ে কুম্ভকর্ণকে তাড়িয়ে নিয়ে নদীর ধারে যায়। এটাই তার রোজকার কাজ। নদীর ধারে সে একটা গাছতলায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে আর মোষ দুটো ঘাস খেয়ে বেড়ায়। এরফলে রংলালের খড় বেঁচে যায় অনেক। বেশি দূরে খাবার জন্য রংলাল স্নেহের সুরে ওদের মৃদু বকুনি দেয়। ওরাও সে কথা বুঝতে পেরে রংলালের কাছেই শুয়ে পড়ে চোখ বুজে রোমন্থন করতে থাকে।

ওদের নিয়ে রংলাল লাঙল চালায় মাঠে। বড়ো বড়ো মাটির চাঁই কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ সহজেই তুলে ফেলে। আর রংলাল যখন ধানের বোঝা চাপিয়ে দেয় তার গাড়িতে একতলা ঘরের সমান উঁচু ধান দেখে লোকে বিস্মিত হয়, রংলালও তখন খুশি হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ওদের দুজনের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে থাকে তারা। কী ভয়ানক চেহারা হয় তখন ওদের। রংলালকে তখন বাঁশ দিয়ে তাদের প্রচণ্ড পেটাতে হয়। মার খেয়ে তারা খানিক শান্ত হয়। রংলাল কিন্তু আরও শাস্তি দেয় তাদের। দুজনকেই দুটো আলাদা গোয়ালে আটকে রাখে—সে সময় তাদের খাওয়াও জুটবে না।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে তাদের আলাদাভাবে স্নান করায়—খেতে দেয় পেট ভরে। খাওয়া হলেই তাদের একসঙ্গে মিলতে দেয়। আর তখনই শুরু হয় ওদের প্রতি রংলালের সস্নেহ উপদেশ। বাবা যেমন ছেলেমেয়েদের শাসন করেন, ভালোবাসেন—রংলালও তেমনি—ঝগড়া- ঝাটি না করে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার কথা বলে ওদের।

মন্তব্য:

মানুষ আর জানোয়ারে কত পার্থক্য। কিন্তু রংলালের জানোয়ারের প্রতি সন্তানের মতন আচরণ যেমন আমাদের অবাক করে তেমনি আমরা অবাক হই পশু দুটোও কী অদ্ভুত আচরণ করে রংলালের সঙ্গে। রংলালের গলা শুনলেই অনেক দূরে থাকলেও তাড়াতাড়ি তারা চলে আসে, দূরে যেতে না বললে কাছে শুয়ে থাকে। পরস্পর মারামারি করলে—রংলালের উপদেশ ওরা কান খাড়া করে শোনে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 20.5

1. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

রংলাল দুইটার গালেই দুই _____ একটি করিয়া _____ বসাইয়া দিয়া বলে পেটে তোদের _____ লাগুক। খেতে খেতে কী _____ চলে যাবি নাকি।

2. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

রংলাল মোষ দুটোকে সকালে চরাতে নিয়ে গিয়ে ফেরে কখন?

(অ) বেলা দুটোয় (আ) বেলা তিনটেয় (ই) বেলা পাঁচটায়

3. 'যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে'—যশোদার মা কেন বিরক্ত হয়েছেন?

4. 'মহিষ দুইটা আর যায় না'—কেন যায় না?

20.4.6 যাক্ বৎসর তিনেক পরে ..... তাহাকে সরাইয়া দিল।

বক্তব্যসার:

হঠাৎ ঘটে একটি দুর্ঘটনা। নদীর ধারে গাছের তলায় রংলাল ঘুমে আচ্ছন্ন। মোষ দুটোও একটু দূরে। এমন সময় এল একটি চিতাবাঘ। তার হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি রংলালের দিকে। চিতাটির গলার ফ্যাঁসফ্যাঁস আওয়াজে রংলালের ঘুম ভেঙে গেল। ভয় পায়নি সে, হামাগুড়ি দিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে সে ডেকে উঠল আঁ—আঁ—আঁ। মোষ দুটোতে সে মুহূর্তে আঁ—আঁ—আঁ করতে করতে ছুটে এল। চিতাবাঘটিকে দেখে কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণের মূর্তি তখন ভীষণ। চিতাবাঘটাকে দুদিক থেকে মোষ দুটো আক্রমণ করল। চিতাবাঘটা লাফিয়ে কুম্ভকর্ণের ওপর পড়ল। বাঁশের লাঠি দিয়ে রংলালও আঘাত করে যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু কুম্ভকর্ণের জীবন শেষ হয়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফলে রংলাল কুম্ভকর্ণের শোকে কাঁদতে শুরু করল।

এতো গেল রংলালের মানসিক অবস্থা। আর কালাপাহাড়? কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে সে অবিরাম আঁ—আঁ—আঁ করে চীৎকার করে আর কাঁদে।

কালাপাহাড়কে শান্ত করবার জন্য দেড়শ টাকা দিয়ে রংলাল এবার তার জন্য একটি জোড় কিনে আনল। নতুনটির বয়স অল্প। কিন্তু কালাপাহাড় খুশি হয় না, তাকে দেখলেই সে যায় ক্ষেপে। শিং বাঁকিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে। দিনরাত সে ফোঁসফোঁস করে। একমাত্র রংলালকে দেখলেই তার মুখটা রংলালের কোলে তুলে দেয়। রংলাল তখন পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কিন্তু রংলাল তো সারাক্ষণ ওর কাছে থাকে না। তখন সে মুখ উঁচু করে রংলালকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়ে ডাকতে ডাকতে ওই নদীর ধারে চলে যায়। একদিন তার মেজাজ ভালো ছিল না। সেদিন একটা গোরুর বাছুরকে সে মেরে ফেলল।

মন্তব্য:

কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণের পরিচয়, একসঙ্গে মেলামেশা কয়েক বছরের। বোবা পশুদের মধ্যে যে নির্বাক ভালোবাসার ছবি লেখক এ গল্পে দেখিয়েছেন তা পাঠকদের মন ছুঁয়ে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 20.6

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) 'এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে'—কার দাঁত উঠেছে?

অ. কালাপাহাড়ের আ. গোরুর বাছুরের ই. কালাপাহাড়ের জোড়-এর

(খ) 'ওকে আর ঘরে রাখা হবে না'—কে বলেছে?

অ. রংলাল আ. যশোদা ই. রংলালের স্ত্রী

(গ) 'কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে'—কাকে মেরে ফেলবে?

অ. রাখালকে আ. যশোদাকে ই. রংলালকে

2. একটি বাক্যে লিখুন ঃ

'ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে'—'গরম হয়ে গিয়েছে' অর্থ কী?

3. 'সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে'—কুম্ভকর্ণকে কালাপাহাড় খোঁজে কেন?

20.4.7 যশোদা আর রংলালের ..... ডোমলোগকো বোলাও।

বক্তব্যসার:

যশোদা একজন পাইকারের কাছে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। পাইকারটি কালাপাহাড়কে নিয়ে চলে যাবার একটু পরেই আঁ—আঁ—আঁ শব্দে চীৎকার করতে করতে কালা- পাহাড় ফিরে এল। কালাপাহাড়কে ফিরতে দেখে রংলাল ছুটে গেল। আর তখনই কালাপাহাড় তার কোলে মাথাটি তুলে দিল।

পাইকারটি এসেছে। মোষটি কিছুতেই যাবে না তার সঙ্গে, পাইকারটিকেই আক্রমণ করে প্রায়। ছুটে সে চলে এসেছে—কাজেই পাইকারটি তার টাকা ফেরত নিয়ে চলে গেল।

যশোদার কথামত রংলাল কালাপাহাড়কে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে পারল না, খদ্দের জুটল না বলে। এবার তাকে নিয়ে শহরের হাটে গেল রংলাল। একশ পাঁচ টাকায় কালাপাহাড়কে কিনে নিল এক পাইকার।

রংলালের চোখে তখন জল ঝরেছে। কালাপাহাড়কে ছেড়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে শহরে এসে ট্রেনে চেপে বসল।

পাইকারটির সঙ্গে কালাপাহাড় যাবে না। সে আঁ—আঁ করে চীৎকার করছে আর খুঁজছে তার আপনজন রংলালকে। পাইকারটি লোক জুটিয়েছে তাকে ধরবার জন্য, কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে কালাপাহাড় আর চেঁচাচ্ছে আঁ—আঁ—আঁ বলে। ক্রমাগত সে রংলালকে ডেকে যাচ্ছে। সামনে আসছে একটি ঘোড়ার গাড়ি। কালাপাহাড় খানিকটা ভয় পেয়ে পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটছে। রাস্তার লোকজন হৈ হল্লা জুড়ে দিয়েছেন—কালাপাহাড়কে ধরবার জন্য। কালাপাহাড় সামনের একটা লোককেই শিং দিয়ে গুঁতিয়ে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। সে কেবল রংলালকে ডাকে আর তারই খোঁজে ছুটতে ছুটতে চারদিকে এদিক ওদিক তাকায়।

ইতিমধ্যে পাগলা মোষের খবর পেয়ে পুলিশ সাহেবের মোটরকার এসে হাজির। কালাপাহাড় বীর বিক্রমে ছুটে গেল সেদিকে। কিন্তু পুলিশ সাহেবের রিভলবার থেকে বিকট আওয়াজ করে গুলি এসে লাগল

শব্দার্থ ও টীকা

কালাপাহাড়ের গায়ে। কালাপাহাড় কিছু বুঝবার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কালাপাহাড়ের জীবন শেষ হয়ে গেল।

মন্তব্য:

আকৃতি ও প্রকৃতিতে 'কালাপাহাড়' একটি সার্থক ছোটো গল্প। পরিবারের অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও রংলাল জেদ করে মোষ জোড়াটা কিনে আনল। অচিরেই ওরা রংলালের সংসারের আপনজন হয়ে উঠল। যশোদা ওদের নাম দিল কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। কালাপাহাড়ের চোখের সামনে বাঘের কামড়ে কুম্ভকর্ণ মারা গেল। বোবা জীবটার হাহাকার ও আর্তনাদে সঙ্গী হারানোর গভীর যন্ত্রণা ফুটে উঠল। তাকে সঙ্গ দিতে রংলাল আর একটা মোষ কিনল ঠিকই কিন্তু ওই বোবা প্রাণীটার কাছে তার প্রাক্তন সঙ্গীর বিকল্প যে নেই তা প্রমাণ হল। বাধ্য হয়ে শহরের হাটে কালাপাহাড়কে বেচা হলেও সে তার একমাত্র জীবিত আপজন রংলালকে না পেয়ে 'গরম' হয়ে গেল। শেষে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করল যে সে পশু হলেও তার মনে ভালোবাসার ঘাটতি নেই বরং পশু বলেই হয়তো তা কিছুটা বাঁধভাঙা। তাই জোয়ালের অন্যতম জুটি আর গোয়ালের অন্যতম সাথী কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর ঘটনাই কুম্ভকর্ণের প্রতি কালাপাহাড়ের অবুঝ ভালোবাসাও কালাপাহাড়- রংলালের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ককে আলোকিত করেছে।

রংলালের প্রতি কালাপাহাড়ের ভালোবাসা অসীম। কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে তার জীবনে দেখা দিল এক বিরাট শূন্যতা। তারপর রংলালকে খুঁজে না পেয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন চারদিকে অন্ধকার দেখছে তখনই ঘনিয়ে এল তার অন্তিম সময়। বোবা পশু কী নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে গেল। কালাপাহাড় খুন হল এক পুলিশ সাহেবের হাতে। কিন্তু তার মৃত্যুর আসল কারণ হল কুম্ভকর্ণ ও রংলালের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা তার অবুঝ ও অশান্ত ভালোবাসাই তার মৃত্যু ডেকে আনল। লেখক তারাশঙ্কর অত্যন্ত দরদ আর সহানুভূতি দিয়ে সেই নির্বাক পশুটির চরিত্র এঁকেছেন একটি সজীব প্রাণবন্ত মানুষের মতো করেই।

পাঠগত প্রশ্ন : 20.7

1. একটি বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) 'কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে'—সে কোথায় গিয়েছিল?

(খ) 'আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়'—কে কাকে বলেছে?

(গ) আর কে নিয়ে যেতে পারবে তুমি না গেলে?—কাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

2. কালাপাহাড় কেন খুন হল?

3. মোষটি পাইকারের কাছ থেকে ফিরে এল কেন?

20.5 আপনি যা শিখলেন

1. হাল-বলদের সঙ্গে বাংলার চাষিদের যোগসূত্র চিরকালের।
2. পশু নির্বাক হলেও, তার ভাষা না থাকলেও সে তার ভালোবাসার কথা, তার আবেগের কথা,

শব্দার্থ ও টীকা

তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে সক্ষম।

3. জীবজন্তুর প্রতি মমতা প্রকাশ করা মানুষের অন্যতম কর্তব্য।

20.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাঁধিয়া উঠে।' —বিপদটি কী ধরনের? এই বিপদ ঘটলে রংলাল যেভাবে সামলাতো সেটা অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন।
2. 'একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।'—দুর্ঘটনাটি আটটি বাক্যে লিখুন।
3. কালাপাহাড়ের এভাবে মৃত্যু হল কেন?—অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন।
4. মানুষের নামে নামকরণ না করে একটি বোবা জন্তুর নামে এ কাহিনির নামকরণ করা হল কেন দশটি বাক্যে লিখুন।
5. কালাপাহাড়ের খুন হওয়ার কারণগুলি দশটি বাক্যে লিখুন।

20.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

20.1

1. ই

2. বয়স, রং, শিং, লেজ

3. রংলালের স্ত্রী

4. **ক)** ছেলেকে ব্যঙ্গ। চাষ সম্বন্ধ অজ্ঞতা। **খ)** রংলালের স্ত্রীর কাছ থেকে তার প্রস্তাবের সমর্থন ও টাকার সংস্থানে স্ত্রীর গহনা পাওয়া।

20.2

1. ক — অ, খ — আ, গ — ই

2. _____ আ

3. ক — সাদা, কালো। খ — দাঙ্গা। গ — মিশিয়া।

4. (ক) হাটে পশুদের চিৎকারে ও মানুষদের কলরবে।
(খ) পশুদের জীবন্ত দেখাতে তাদের ওপর পাইকারদের নির্মম অত্যাচারের কথা।
(গ) পাচুন্দির হাটে অসংখ্য পশুর আমদানি দেখে।

20.3

1. ক — আ। খ — অ।

2. ক — লেবে। খ — ছেলেকে। গ — বিপুলাকার।

3. লেখাপড়া জানা ছেলেকে ভয় ও মোষেদের জন্য দৈনিক প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার ভাবনায়।

4. নতুন বলদকে চাষি পরিবারে পরিচয় করানোর রীতি একেবারে আপনজন হিসাবে।

20.4

1. ভয়ঙ্কর, আকর্ষণে, দেখিতে, তির্যক, চাহিয়া

2. ক — কালাপাহাড়ের জায়গায় হবে কুম্ভকর্ণের। খ — গায়ে-র জায়গায় পায়ে

শব্দার্থ ও টীকা

গ — যথাযথ-এর জায়গায় উপযুক্ত

3. (ক) মোষ দুটির জন্য প্রতিদিন বিশাল খোরাক যোগাড় করা। (খ) চাষি পরিবারে হালের পশুরা সংসারেরই আপনজন। (গ) মোষ জোড়াটার বিশাল চেহারায় বাড়ির গিন্নির ভয়।

20.5

1. হাতে, চড়, আগুন, বেলাত
2. আ
3. সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রংলালের মোষ চরানোতে।
4. মোষ দুটো শুয়ে চোখবুজিয়ে রোমন্থন করে অথবা জলে ডুবে থাকে।

20.6

1. ক — ই। খ — আ। গ — অ
2. মেজাজ খারাপ, রেগে গেছে।
3. দীর্ঘদিনের সঙ্গী হারানোর হাহাকার বুকে।

20.7

1. (ক) পাইকারের সঙ্গে কিছুদূর। (খ) পাইকার। (গ) কালাপাহাড়কে।
2. কুম্ভকর্ণের জন্য শোক।
3. রংলালের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ায় কালাপাহাড় উন্মাদ হয়ে তার কাছে ফিরল।

লেখক পরিচিতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৩ আগস্ট ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে অভিনন্দিত। বীরভূমের লাল মাটি আর তার মানুষগুলিকে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর রচনায়। বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, ডাকহরকরা প্রভৃতি গ্রাম্য চরিত্র এঁর সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে। উপন্যাস ও ছোটো গল্পে এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। 'কবি', 'গণদেবতা'র মতো কালজয়ী উপন্যাস এবং 'অগ্রদানী', 'জলসাঘর' প্রভৃতি যুগান্তকারী ছোটোগল্পের রচয়িতা তারাশঙ্করের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই ঃ 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', (নাটক) 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলী বাকের উপকথা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রসকলি', 'ডাক হরকরা' প্রভৃতি। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ১৯৫৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার পান। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান ১৯৬৬ সালে 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য। এছাড়া 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ'-এ সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে।

সমধর্মী রচনা

সমধর্মী একটি বিখ্যাত গল্পের নাম ঃ **'মহেশ'**, লেখক—**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**